রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, ডিসেম্বর ৬, ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়**
**টি, এ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১ ডিসেম্বর ২০০৩/১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১০

**এস, আর, ও নং ৩৩৩-আইন/০৩**—Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (Ord. No. LXXV of 1958) এর Section-19 এর Sub-section (3) তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, উক্ত Section এর Sub-section (2) এর Clause (C) এর Sub-clause (vii) পঠিতব্য, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**—(১) এই বিধিমালা নৌ-সংরক্ষণ এবং পথ নির্দেশনা (পাইলটেজ) ফিস বিধিমালা, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবহারকারী ও পথ নির্দেশনা (পাইলটেজ) সার্ভিস গ্রহণকারী সকল শ্রেণীর জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "জাহাজ" বলিতে Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ord. No. LXXII of 1976) এ বর্ণিত জাহাজকে এবং Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ord. No. XXVI of 1983) এর অওতাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবহারকারী জাহাজকে বুঝাইবে ;



মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

(খ) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে Inland Water Transport authority Ordinance, 1958 (Ord. No. LXXV of 1958) এর section 3 (1) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Inland Water Transport Authority কে বুঝাইবে ;

(গ) "মালিক" বলিতে জাহাজের মালিককে বুঝাইবে।

৩। **নৌ-সংরক্ষণ ফিস**।—(১) প্রত্যেক মালিককে প্রতি বৎসর নিম্নোক্ত হারে নৌ-সংরক্ষণ ফিস পরিশোধ করিতে হইবে, যথা—

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | যাত্রীবাহী জাহাজ | যাত্রী প্রতি টাকা ৮০.০০ |
| (খ) | মালবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে ঃ | |
| | (১) কোষ্টার/কোষ্টাল শীপ | টাকা ৭৩.০০ (প্রতি গ্রসটন) |
| | (২) অয়েল ট্যাংকার/কোষ্টাল ট্যাংকার | টাকা ১৪৪.০০ (প্রতি গ্রসটন) |
| | (৩) ফ্লাট | টাকা ২০.০০ (প্রতি গ্রসটন) |
| | (৪) বার্জ/ভাম্প ফেরী/ড্রেজার | টাকা ২০.০০ (প্রতি গ্রসটন) |
| | (৫) টাগ | টাকা ৩০.০০ (প্রতি গ্রসটন) |
| | (৬) অন্যান্য সকল শ্রেণীর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত নৌ-যান (Self-propelled vessel) ফেরী ইত্যাদি | টাকা ৩৫.০০ (প্রতি গ্রসটন) |
| (গ) | বিদেশী পতাকাবাহী টাগ, বার্জ ও মালবাহী জাহাজ (কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। | টাকা ৭৩.০০ প্রতি গ্রসটন প্রতি বছর |

(২) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ফিস পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) (ক) এ উল্লেখিত ফিস যাত্রীবাহী জাহাজের ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে নিম্নরূপ হইবে এবং উক্ত ফিস ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা—

(ক) উপ-বিধি (১)(ক) উল্লিখিত ফিস হিসাবে বাৎসরিক পরিশোধযোগ্য অংককে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করিয়া দৈনিক হার নির্ণয় করিতে হইবে ;

(খ) নৌ-সংরক্ষণ ফিস এর দৈনিক হার নির্ণয়ে কোন ভগ্নাংশ হইলে উহাকে নিকটতম টাকায় রূপান্তরিত না করিয়া সঠিক হিসাব অনুযায়ী আদায় করিতে হইবে ;

(গ) দিবা ভাগে চলাচলকারী যাত্রীবাহী জাহাজের বেলায় দিবাকালীন ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী নৌ-সংরক্ষণ ফিস এর দৈনিক হার নির্ণয় করিতে হইবে ;

(ঘ) রাত্রীকালীন চলাচলকারী যাত্রীবাহী জাহাজের বেলায় রাত্রীকালীন ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী নৌ-সংরক্ষণ ফিস এর দৈনিক হার নির্ণয় করিতে হইবে :

(ঙ) আংশিক দিবাভাগে এবং আংশিক রাত্রিকালীন চলাচলকারী যাত্রীবাহী জাহাজের বেলায় দিবা ও রাত্রিকালীন ধারণ ক্ষমতার গড় হিসাব অনুযায়ী নৌ-সংরক্ষণ ফিস এর দৈনিক হার নির্ণয় করিতে হইবে। যাত্রীবাহী জাহাজের নিবন্ধন সনদে দিবা ভাগের জন্য দুই ধরণের যাত্রী ধারণ ক্ষমতা উল্লেখ থাকিতে দিবা ভাগের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ও রাত্রীকালীন ধারণ ক্ষমতার গড় হিসাব অনুযায়ী নৌ-সংরক্ষণ ফিসের দৈনিক হার নির্ণয় করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) (খ) এর অধীনে পরিশোধযোগ্য ফিস মালবাহী জাহাজের নিবন্ধন সনদে উল্লেখিত ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে নিরূপিত হইবে।

(৫) কোন যাত্রীবাহী এবং মালবাহী জাহাজের মালিক ত্রৈমাসিক কিস্তিতে নৌ-সংরক্ষণ ফিস পরিশোধ করিতে চাহিলে উহা উপ-বিধি (৬) মোতাবেক করিতে পারিবেন।

(৬) ত্রৈমাসিক কিস্তি ভিত্তিক ফিস নিম্নোক্তভাবে পরিশোধ করা যাইবে ঃ

(ক) ১ম কিস্তি (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ৩১ শে অক্টোবরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ;

(খ) ২য় কিস্তি (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ৩১ জানুয়ারী মধ্যে পরিশোধযোগ্য ;

(গ) ৩য় কিস্তি (জানুয়ারি-মার্চ) ৩০ শে এপ্রিলের মধ্যে পরিশোধযোগ্য :

(ঘ) ৪র্থ কিস্তি (এপ্রিল-জুন) ৩১ জুলাই এর মধ্যে পরিশোধযোগ্য ;

(৭) ফিস পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্তের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ফরম অনুযায়ী মালিক বা প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষের নিকট ফিস পরিশোধের রিটার্ণ দাখিল করিবেন।

(৮) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফিস পরিশোধ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট জাহাজের বকেয়া পাওনার উপর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত প্রচলিত সুদের হার অনুযায়ী "সুদ" ধার্য করা হইবে এবং মালিক তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪। **নিষ্ক্রীয়তার জন্য মওকুফ**।—(১) কোন মালিক তাহার জাহাজের নিষ্ক্রীয়তাজনিত মওকুফের সুবিধা নিম্নবর্ণিত হারে ভোগ করিতে পারিবেন ঃ—

(ক) প্রতি নিষ্ক্রীয় সপ্তাহের জন্য প্রতিটি যাত্রীবাহী জাহাজের বেলায় "মওকুফ" প্রযোজ্য হইবে। তবে এক সপ্তাহের কম সময়ের জন্য কোন নিষ্ক্রীয়তাজনিত মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হইবে না।

(খ) প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ মালবাহী জাহাজের নিষ্ক্রীয়তার জন্য প্রথম ৬০ (ষাট) দিনের পর প্রতি ৩০ (ত্রিশ) দিনের নিষ্ক্রীয়তার জন্য বাৎসরিক ফিস এর ১/১০ (এক দশমাংশ) হারে প্রযোজ্য হইবে।

(গ) উপ-বিধি (১) এর আওতায় মওকুফ সুবিধা ভোগের জন্য, মালিক ফরম "ক" অনুযায়ী নিষ্ক্রীয়তাজনিত মওকুফের দাবীনামা রিটার্ণের সঙ্গে দাখিল করিবেন এবং দাবীর সমর্থনে কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য তথ্যাদি যেমন— ডক ইয়ার্ডের সনদ পত্র, সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্মকর্তার প্রত্যায়নপত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য তথ্যাদি দাখিল করিবেন।

(ঘ) কোন মওকুফ সুবিধাভোগকারী মালিকের মওকুফ সুবিধাভোগের প্রদত্ত বিবরণী কোন তথ্য অসত্য বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইলে কর্তৃপক্ষ যাত্রীবাহী জাহাজের জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা এবং প্রতি মালবাহী জাহাজের জন্য ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

৫। **পথ নির্দেশনার জন্য ফিস (পাইলটেজ ফিস)।**—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পথ নির্দেশনা (পাইলটেজ) সার্ভিস প্রদানের জন্য পথ নির্দেশনা ফিস বাবদ প্রতি বিট বা তার অংশ বিশেষের জন্য ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা হারে ধার্য করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির ক্ষেত্রে প্রতি ৮ (আট) ঘন্টা বা তার অংশ বিশেষের পাইলটেজ সার্ভিস "এক বিট" হিসাবে গণনা করা হইবে। তবে চট্টগ্রাম হইতে চৌকিঘাটা পর্যন্ত নৌ-পথকে ৪ (চার) বিট হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৬। **পরিদর্শন, আটক ও জরিমানা আরোপ।**—

(১) কর্তৃপক্ষের অর্থ বিভাগের উপ-পরিচালক (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ এবং বন্দর ও পরিবহন বিভাগের একজন কর্মকর্তার (সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয়) সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট ভিজিল্যান্স টিম যে কোন সময় জাহাজ পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী পরিদর্শনকালে বিধি ৩ ও ৫ প্রতিপালনে ব্যর্থ সংশ্লিষ্ট জাহাজ-কে নিকটস্থ থানার সহায়তায় ভিজিল্যান্স টিম আটক করিতে পারিবে এবং আটককৃত জাহাজ সংশ্লিষ্ট থানার তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী আটককৃত জাহাজের মালিক জরিমানাসহ সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করিলে উপ-পরিচালক অর্থ (রাজস্ব) কর্তৃক আটককৃত জাহাজের ছাড়পত্র প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীন অনধিক ১,০০০.০০ (টাকা এক হাজার) টাকা জরিমানা ধার্য্য করা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত ছাড়পত্র সংশ্লিষ্ট থানায় প্রদর্শন করা মাত্র থানা আটককৃত জাহাজটি মালিক বা মালিকের প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) উপ-বিধি (২) এর মাধ্যমে আটককৃত কোন জাহাজের মালিক যদি মনে করেন যে, এই বিধিমালার বিধি ৩ ও ৫ যথাযথভাবে প্রতিপালনের পরও অন্যায়ভাবে ভিজিল্যান্স টিম কর্তৃক তাহার জাহাজ আটক করা হইয়াছে, তবে তিনি কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ) এর নিকট আটকের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে পারিবেন। পরিচালক (অর্থ) আবেদন পাওয়ার অনধিক ৭ (সাত) টি কার্য্য দিবসের মধ্যে রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৬) পরিচালক (অর্থ) এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **রহিতকরণ**।—নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন এবং পথ নির্দেশনা ফিস বিধিমালা, ১৯৯০ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ আবদুল মতিন**
উপ-সচিব (জাহাজ)।

ফরম 'ক'

## বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

## অর্থ বিভাগ

### জাহাজের নিষ্ক্রিয়তাজনিত মওকুফের দাবীনামা

[ বিধি ৪-(১)(গ) দ্রষ্টব্য ]

মালিক/মালিকগণের নাম.....

ঠিকানা.....

| জাহাজের নাম | রেজিস্ট্রেশন নং | যাত্রীবাহী জাহাজের মোট ধারণ ক্ষমতা (Registered Capacity) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |

| মালবাহী জাহাজের মোট গ্রস টনেজ (Gross Tonnage) | নিষ্ক্রিয়তাজনিত সময় | মওকুফ দাবী | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |

মেসার্স .....এর পক্ষে

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর

মালিক/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ফরম 'খ'

## বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

## অর্থ বিভাগ

### জলপথ সংরক্ষণ ফিস এর বাৎসরিক/ত্রৈমাসিক রিটার্ণ

[ বিধি ৩-(৭) দ্রষ্টব্য ]

মালিক/প্রতিষ্ঠানের নাম.....

ঠিকানা.....

.....

| ক্রমিক নং | জাহাজের নাম রেজিস্ট্রেশন নং সহ | জাহাজের প্রকার | মালবাহী/যাত্রীবাহী জাহাজের ধারণ ক্ষমতা | শুল্কের হার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |

| বার্ষিক দেয় ফি | ত্রৈমাসিক দেয় ফি | ভোগকৃত মওকুফ সুবিধা (যদি থাকে) | ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকৃত দেয় টাকার পরিমাণ | পরিশোধের তারিখ (বিবরণসহ) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |

মেসার্স .....এর পক্ষে

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর

মালিক/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।